খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১৬ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

দরূদ শরীফ যা দৃঢ়চিত্ততা লাভের এক মহান মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পড়। প্রথাগতভাবে নয়, অভ্যাসজনিত ভাবেও নয় বরং রসূলে করীম (সা.) এর সৌন্দর্য্য এবং তার অনুগ্রহরাজী দৃষ্টিতে রেখে পড়। এবং তার মর্যাদার উন্নতির জন্য পড়। তার সফলতার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ দোআ গ্রিহীত হওয়ার সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু ফল তোমরা লাভ করবে।

তাশাহহুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ এবং অনেক সালাম পাঠাও। (সূরা আহ্যাব, আয়াত:৫৭)

এই আয়াত এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর ওপর স্বীয় রহমতবারী বর্ষণ করছেন। তাঁর ফেরেশতারাও নবী (সা.) এর জন্য দোআ করছেন এবং রহমতের দোআ তারা অব্যাহত রেখেছে। যেখানে এই হলো পরিস্থিতি সেখানে যারা বিভিন্ন বাহানা এবং বিভিন্ন অজুহাতে এই নবী (সা.) এর উন্নতি বা অগ্রযাত্রাকে যারা বাধাগ্রস্থ করতে চায় বা মন্থর করতে চায় তারা কখনও সফল হতে পারে না। যারা তিনি (সা.) এর ওপর ভ্রান্ত অপবাদ আরোপ করে তাকে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা সফলতা লাভ করব এরা আসলে আহাম্মকের স্বর্গে বসবাস করে। তাদের এসব ষড়যন্ত্র এবং হীন চেষ্টা খোদার এই প্রিয় নবী (সা.)এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.) কে পাঠিয়েছেন তা অর্জিত হওয়া আল্লাহ্তা'লার বিশেষ কৃপায় অবশ্যম্ভাবী। আর এই যুগে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্তা'লা তাঁর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিককে পাঠিয়ে ইসলামের সুন্দর এবং আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রসারের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন।

তাই রসূলে করীম (সা.), যাকে আল্লাহ্তা'লা সকল যুগে পৃথিবীর সকল জাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তার সাহায্যের বিধান এবং ব্যবস্থা আর উপকরণও আল্লাহ্তা'লা নিজ কৃপা এবং অনুগ্রহে নিজেই নিশ্চিত করছেন। তিনি (সা.) এর বিরোধীরা পূর্বেও কোন সময় বা কখনো সফল হয়নি আর এখনও হবে না। এটি খোদার অটল সিদ্ধান্ত। তাই এক প্রকৃত মুসলমানের এটি নিয়ে কোন চিন্তাই করা উচিৎ নয় যে, ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর পবিত্র মর্যাদার কোন জাগতিক প্রচেষ্টা কোন হানি করতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে। হ্যা আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ কোন প্রকৃত মুসলমানের কাধে ন্যাস্ত করেছেন তা হলো যেভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা এ নবীর মর্যাদা উন্নীত করার জন্য তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন তোমরাও স্বীয় দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্র এই প্রিয় এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ এবং শেষ নবীর প্রতি আখেরী নবীর প্রতি অজস্র ধারায় দরূদ প্রেরণ কর। এই হলো সত্যিকার মুসলমানের দায়িত্ব। এই নবী (সা.) এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতার অনুসরনে মহানবী (সা.) এর প্রতি আমাদের অগণিত দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা উচিৎ।

গত দিনে ফ্রান্সে যে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি অতিবাহিত হয়, আর মুসলমান হওয়ার দাবীদাররা এক পত্রিকা অফিসে হামলা করে যে বার ব্যক্তিকে হত্যা করেছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পর গত জুমায় আমি আহমদীদের জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি। বলেছিলাম যে, হত্যা এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় আসবে না বরং তিনি (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হবে, লক্ষ্য অর্জিত হবে। একই সাথে এই উৎকন্ঠাও আমি ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই

আক্রমনের ফলশ্রুতিতে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হতে পারে বা প্রদর্শন করা হবে। আর এদের কাছে এই আশাই করা যেত। ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এরাও পুনরায় কার্টুন বা ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে। যা পুনরায় আমদের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে। আর প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য সেটি কষ্টের হওয়ার ছিলই।

সুতরাং মুসলমানদের এই অপকর্ম পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামী শিক্ষার কেবল ভ্রান্ত চিত্রই তুলে ধরেনি বরং মৃতপ্রায় শত্রুকে জীবন্ত করার ভূমিকাও পালন করেছে। হায় মুসলমান সংগঠন! যারা ইসলামের নামে অন্যায় করে যুলুম করে তারা যদি বুঝত যে, ইসলামের প্রেম এবং ভালবাসার শিক্ষা স্বল্পতম সময়ে পৃথিবীকে ইসলামের গন্ডিভূক্ত করতে পারে। ইসলাম যেভাবে ধৈর্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা দিয়ে থাকে অন্য কোন ধর্ম এই ক্ষেত্রে ইসলামের ধারে পাশেও দাড়াতে পারবে না। এ সকল বস্তবাদী মানুষ তারা যাদের ধর্মের চোখ অন্ধ। যারা খোদার নবীদের কথাতো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহ্তা'লাকেও হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে এরা দ্বিধা করেনা। এ সকল অজ্ঞদের অপকর্মের প্রতিউত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে অজ্ঞতাপ্রসূত আচার আচরণ যদি প্রদর্শিত হয় তাহলে এরা হঠকারিতা বশত আরও বেশী অজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। তাই প্রকৃত মুসলমানকে এটি থেকে বিরত থাকা উচিৎ। বিষয় খোদাতা'লার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্তা'লা এই কথাই বলেছেন যে, যখন আমার কাছে ফিরে আসবে তখনই তাদের আচার আচরণের পরিণতি তাদের দেখতে হবে কেননা দিবাশেষে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন স্বয়ং আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে অবহিত করবেন যে, তারা কি করছিল। আজকাল শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নেয়ার পরিবর্তে এমনই ঘৃণ্য এবং নীচ কৌশল ব্যবহার করে ইসলামকে, ইসলামী শিক্ষাকে এবং মহানবী (সা.)কে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চায়। আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবী (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে এই কথা বলে আল্লাহ্তা'লা একটি নীতিগত কথা ঘোষণা করেছেন যে, এমন নীচ এবং হীন কর্মকান্ড মহানবী (সা.) এর মর্যাদার কোন হানী করতে পারবে না। অনুরূপভাবে পোপ খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বাকস্বাধীনতার একটা সীমা থাকা উচিৎ। তিনি বলেন, বাকস্বাধীনতার অর্থ সম্পূর্ণভাবে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া নয়। তিনি আরও বলেন, সব ধর্মের একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তার সেই সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। কোন ধর্মের সম্মানে আঘাত হানা উচিৎ নয়।

আজকাল প্রচার মাধ্যম পৃথিবীতে ছেয়ে আছে। কোন স্থানে আগুন লাগানো বা আগুন নেভানো নৈরাজ্য সৃষ্টি বা নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রচার মাধ্যম। প্রথম বার যা হয়েছে তা হলো এই ঘটনার পর যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম আমাদের প্রতিক্রিয়া বা এ সম্বন্ধে আমাদের অবস্থান কী তা জানতে চেয়েছে। আমরা প্রত্যুত্তরে এই হত্যার ঘটনা সম্পর্কে বলেছি যে, এটি অইসলামিক কাজ। এর জন্য আমরা সমব্যথি। কিন্তু একই সাথে বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই। নতুবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তারা দায়ী হবে যারা অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানে।

যাইহোক এছাড়া আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে প্রেসে বা মিডিয়াতে। যুক্তরাজ্যে স্কাই নিউজ, নিউজ ফাইভ, বিবিসি রেডিও, এলবিসি, বিবিসি, বিবিসি লিড্স, লন্ডন লাইভ, বাইরের বিভিন্ন টেলিভিশন ফক্স টিভিস, সিএনএন, কানাডার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইউরোপের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছে তাদের স্টুডিওতে গিয়েও ইন্টারভিউ দেয়া হয়েছে। বেশ কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার অবস্থান এবং শিক্ষা এ দৃষ্টিকোণ থেকে পৌঁছেছে। এটি খোদার ঐশী তকদীর। ইসলামী শিক্ষার সঠিক চিত্র এখন মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামাতই পৃথিবীকে অবহিত করবে যারা তার কাছে শিখেছে। তো এটি হলো আমদের দায়িত্ব। আমি যেভাবে গত খুৎবায়ও বলেছি যে, স্ব স্ব গন্ডিতে পৃথিবী বাসীকে এই সংবাদ দিন এবং বুঝান যে, ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া শুধু নৈরাজ্যেরই জন্ম দিবে আর কিছুই হবে না। আর বর্তমান পরিস্থিতি বিস্ফোরনুখ। পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে এর ফলে আগুন লেগে যাবে আর এটি এমন আগুন যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে। আর এই অগ্নির মোকাবেলার এখন পৃথিবীর শক্তি নেই।

তাই অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মানুষকে উত্তেজিত করবেন আর খোদার শাস্তিকেও আমন্ত্রণ জানাবেন। আল্লাহ্তা'লা পৃথিবী বাসীদের কান্ডজ্ঞান দিন আর এক আহমদীর অনেক বড় একটি দায়িত্ব হলো এর

সাথে সেই রীতি অনুসরণ করা যা আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের অনুসরণ করতে বলেছেন। তা হলো **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা**। হে যারা ঈমান এনেছ তোমরাও এ নবীর প্রতি দরূদ এবং সালাম এক গভীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রেরণ কর। যদিও এক মু'মিনকে যথাসাধ্য খোদার নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করা উচিৎ। এ দৃষ্টিকোন থেকে এখন আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উদ্বৃতি উপস্থাপন করবে যা দরূদ শরীফের গুরুত্ব এবং এর উপকারিতার বিষয়টিও স্পষ্ট করে। আমরা রসূলে করীম (সা.) কে ভালবাসার দাবী করি। আর সে ভালবাসার দাবীর নিরীখে আমাদের হৃদয় তখন ঝাঝড়া হয়ে যায় বা ক্ষতবিক্ষত হয় যখন রসূলে করীম (সা.) এর নাম সম্পর্কে কোন অশোভনীয় শব্দ উচ্চারণ করা হয় বা কোনভাবে তার প্রতি কোন ভ্রান্ত কথা অন্যায় কথা আরোপ করা হয় কিন্তু এই ভালবাসার সত্যিকার বর্হিঃপ্রকাশ কীভাবে হবে বা এর কল্যাণ লাভ করা কীভাবে সম্ভব এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কেয়ামত দিবসে মানুষের মাঝে আমার সবচেয়ে নিকটে সে ব্যক্তি অবস্থান করবে যে তাদের মাঝে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ প্রেরণকারী। রসূলে করীম (সা.)এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ফলে তার নৈকট্য লাভ হয় তার দরূদ শরীফের কল্যাণে।

এরপর হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন কেয়ামত দিবসে সেদিনের ভয়ভীতি এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তোমাদের মাঝে সবথেকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ব্যক্তি সে থাকবে যে এই পৃথিবীতে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ প্রেরণকারী হবে। তিনি বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতার দরূদই যথেষ্ঠ ছিল এটি মু'মিনদেরকে পুণ্য অর্জনের একটি সুযোগ দিয়েছেন যে, তোমরা দরূদ প্রেরণ কর, দরূদ পাঠ কর। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস এর পক্ষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তিনি মহানবী (সা.)কে এই কথা বলতে শুনেছেন যখন তুমি মুআযযেন এর আযানের ধ্বনি শুন তখন তুমি নিঃশব্দে এর পুনরাবৃত্তি কর যা সে বলে। এরপর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমত নাযেল করবেন। এরপর তিনি বলেন যে, আমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে ওসীলাহ্ যাচনা কর এটি জান্নাতের পদ মর্যদাগুলোর একটি যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে দেয়া হবে। আর আমি আশা রাখি আমিই সেই ব্যক্তি হব। যে কেউ আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ওসীলাহ্ যাচনা করবে, চাইবে তার জন্য সাফায়াত বা সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে, হালাল হয়ে যাবে।

সুতরাং এই দরূদ শরীফ যেখানে মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে সেখানে দোআ গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক। আর নিজের ক্ষমা লাভের জন্যও আবশ্যক। হযরত উমর (রা.) এজন্যই বলেছেন এই দোআ আকাশ এবং ভূমির মাঝে স্থির হয়ে যায়। যতক্ষন পর্যন্ত স্বীয় রসূল (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ না করবে এর কোন অংশ আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য উর্ধ্বলোকে যায় না। দরূদ পড়ার চেষ্ট কেমন হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তার এক মুরীদকে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আপনি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি গভীর মনযোগী থাককেন যেভাবে কেউ নিজের প্রিয়জনের জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণ কামনা করে একই উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে রসূলে করীম (সা.)এর জন্য কল্যাণ এবং বরকত যাচনা করুন। আকুতি মিনতীর সাথে তা কামনা করুন। এই আকুতি মিনতী এবং দোআয় কৃত্রিমতার যেন বিন্দুমাত্র মিশ্রণ না থাকে।

তাই ব্যক্তিগত আবেগ এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি আবশ্যক। এরপর দরূদ শরীফ পাঠের কারন বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমাদের নেতা, আমাদের মুনিব, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন। তিনি সকল প্রকার নোংরা আন্দোলনের মোকাবেলা করেছেন বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারনেই খোদাতা'লা কৃপারাজী বর্ষণ করেছেন।

এজন্যইতো আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, **ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়ুসাল্লুনা আলান্নাবীয়্যে ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা**। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর ফেরেশতা নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। দরূদ শরীফ দৃঢ়চিত্ততা লাভ এবং দোআ গ্রিহীত হওয়ার মাধ্যম এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মহানবী (সা.) এর ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে দৃঢ়াতা লাভের জন্য সকল নামাযে, দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক হয়ে গেছে যেন সেই দোআ গ্রিহীত হওয়ার জন্য দৃঢ়চিত্ততা লাভের একটা মাধ্যম হস্তগত হয়। দরূদ শরীফ যা দৃঢ়চিত্ততা লাভের এক মহান মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পড়। প্রথাগতভাবে নয়, অভ্যাসজনিত ভাবেও নয় বরং রসূলে করীম (সা.) এর সৌন্দর্য্য এবং তার অনুগ্রহরাজী দৃষ্টিতে রেখে পড়। এবং তার মর্যাদার উন্নতির জন্য পড়। তার সফলতার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ দোআ গৃহীত হওয়ার সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু ফল তোমরা লাভ করবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, এ যুগ কত কল্যাণময় যুগ। আল্লাহ্‌ তা'লা এই বিপদসংকুল যুগে নিছক নিজ অনুগ্রহে হুযুর বলছেন যে, সেই যুগেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপলাপ হত। তিনি বলেন যে, এই বিপদসংকুল যুগে কেবলমাত্র নিজ অনুগ্রহে মহানবী (সা.) এর মহিমা প্রকাশের জন্য এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত করেন যে, অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা নেন এবং এক জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যারা ইসলামের জন্য হৃদয়ে এক ব্যথা এবং বেদনা রাখে। এর সম্মান এবং মাহাত্ম্য যাদের হৃদয়ে রয়েছে তারা বলুক এর চেয়ে ভয়াবহ কোন যুগ ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে কি যখন এত গালি এত অপলাপ এত অসম্মান হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর করা হয়েছে। আর কুরআনের অবমাননা হয়েছে। মুসলমানদের অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় এবং মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় এই কারনে আমি ব্যকুল হয়ে যাই যে, এদের ভিতর এই অসম্মানকে অনুভব করার মতো যথেষ্ঠ চেতনাও নেই। আল্লাহ্‌তা'লা কী মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মানের এতটাও ভ্রুক্ষেপ করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ দেখে কোন ঐশী জামাত প্রতিষ্ঠা করবেন না।

অতএব পূর্বের চেয়ে অধিক দরূদ প্রেরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় এখন। তিনি বলেন যে, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহানবী (সা.) এর হারানো ঐতিহ্যকে পুনর্বহালের জন্য। আর কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। অতএব অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ আজকে সকল আহমদীর জন্য আবশ্যক যেন মসীহ্‌ মাওউদের আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। আল্লাহ্‌র ডাকে যেন সাড়া দেয়া সম্ভব হয়। আর রসূলে করীম (সা.) প্রতি আমাদের প্রেম এবং ভালবাসার দাবীর ক্ষেত্রে আমরা সত্য প্রমাণিত হই। শুধু নারাবাজী করে বা মিছিল করে এই ভালবাসার দাবী সত্য প্রমাণিত হবে না যা অ-আহমদী মুসলমানরা করে থাকে। এ ভালবাসার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আজ সকল আহমদীর দায়িত্ব হবে কোটি কোটি দরূদ এবং সালাম হৃদয়ের বেদনা মিশিয়ে আরশে পৌছানো। এই দরূদ বুলেটের চেয়ে বেশী শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কার্যকর এবং মোক্ষম প্রমাণিত হবে। । তিনি বলেন দরূদ শরীফ সেভাবে পড়বেন না যেভাবে সাধারণ মানুষ তোতার মতো পড়ে থাকে। মহানবী (সা.) এর প্রতি তাদের পূর্ণ নিষ্ঠাও নেই আর আত্মনিবেদনের পূর্ণ চেতনা নিয়ে মহানবী (সা.) এর জন্য ঐশী বরকতের দোআও করে না। বরং দরূদ শরীফ পাঠের পূর্বে যেই পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ যেই পন্থা অনুসরন করা উচিৎ তা হলো মহানবীর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছানো উচিৎ যে, মনে যেন কখনও এই ধারনাই না আসে যে আদি থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়ে থাকবে যাকে আমি এর চেয়ে বেশী ভালবাসতাম বা এমন কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে আসতে যাচ্ছে যাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসব। অর্থাৎ হৃদয়ে যেন কখনও এই ধারণাই না আসে বা সৃষ্টি হতে না পারে অনেক

চিন্তার পরও যে, মহানবী (সা.) এর পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যাকে এইভাবে ভালবাসা যেতে পারে আর ভবিষ্যতেও এমন ব্যক্তির জন্ম হবে না যাকে এত গভীরভাবে ভালবাসা যায়। এই উদ্দেশ্যে পড়া উচিৎ যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পূর্ণ বরকত এবং কল্যাণরাজী স্বীয় সম্মানিত রসূলের প্রতি নাযেল করেন আর সারা বিশ্বের জন্য তাকে কল্যাণের প্রস্রবনের মর্যাদা দেন। তার সম্মান তার মহিমা এবং মাহাত্ম এই পৃথিবী এবং পরকালে যেন প্রকাশ করেন। রসূলে মকবুল (সা.) এর ওপর ঐশী বরকত বর্ষিত হোক বরং তার প্রতাপ ইহ এবং পরকালে প্রকাশ পাক। এইভাবে যদি দরূদ পাঠ করা হয় তাহলে তা প্রথা এবং অভ্যাসের কলূষ থেকে মুক্ত থাকবে। নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর জ্যোতি এর ফলে প্রকাশ পাবে।

তিনি বলেন সেই দরূদ শরীফই সর্বোত্তম যা মহানবী (সা.) এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তা হলো **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।** এক কথায় সকল দরূদ শরীফের মাঝে এই দরূদ শরীফই বেশী কল্যাণময় আর এটিই এই অধমের দোআ এবং ওযীফা। আর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়। নিষ্ঠ, ভালবাসা পুরো বিনয়ে এবং আকুতি মিনতীর সাথে পাঠ করা উচিৎ। আর ততক্ষন অবশ্যই পড়া অব্যাহত রাখুন যতক্ষন মন গলে না যায় আর আত্মবিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি না হয়। আর এক গভীর প্রভাব না পড়ে। আর হৃদয়ে এক প্রশান্তি এবং আনন্দ অনুভূত না হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবার মাঝে এই প্রেরণা সঞ্চার করুন। আমাদের হৃদয় থেকে যেন এমন দরূদ উদ্ভুত হয় যা আরশে গৃহীত হয়। আমাদেরকেও যা আধ্যাত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত করে। আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা দরূদশরীফ এমন গভীর বেদনার সাথে পড়ে আল্লাহ্‌ তা'লা এর ফলে লব্ধ কল্যাণরাজীর দৃশ্যও তাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এভাবে দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা জামাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এটি আমার দোআ থাকবে। এর ফলে আমাদের জামাতী বা সমষ্টিগত লাভও হবে। জামাতের উন্নতিও হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর দরূদ পড়ার একটা রীতি আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের অনেকের দরুদের স্টাইল হয়তো এর কাছাকাছি হবে। কিন্তু এটি এমন একটি রীতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। যার মাধ্যমে দরুদের পাশাপাশি মহানবী (সা.) এর প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসায় এক নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় আর জামাতী উন্নতির জন্য দোআ কীভাবে করতে হয় তাও স্পষ্ট হয়। তিনি একজায়গায় বলেন যে, আমরা যখন উন্নতির জন্য দোআ করি সেই দোআ এক অর্থে আমাদের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারন হয়। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি এর ফলশ্রুতিতে যেখানে মহানবী (সা.) এর পদমর্যাদা উন্নীত হয় সেখানে আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তার পুরষ্কার লাভ হওয়ার পর তার বরাতে বা তার কল্যাণে আমাদেরও তা লাভ হয়। এর উদাহারন স্বরূপ বলা যায় যে, ছাঁকনিতে যখন কোন কিছু রাখ তা ছাঁকনি থেকে বেরিয়ে নিচে যে কাপড় রাখা থাকে তাতে এসে পড়ে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতের জন্য ছাকনি স্বরূপ বানিয়েছেন। প্রথমে খোদাতা'লা স্বীয় কল্যাণরাজীতে বরকত মন্ডিত করেন এরপর সে বরকত বা কল্যাণরাজী তার কল্যাণে আমরাও লাভ করি।

এটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত এবং গৃহীত কথা, কোন ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারেনা যে, দোআ মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। সুতরাং এর মাধ্যমে কোন পৌত্তলিকতাপ্রসূত না হয়েই আমরা নিজেরাও লাভবান হতে পারি এবং জাতিও লাভবান হতে পারে। তো ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকার কল্যাণ লাভ হতে পারে দরুদের মাধ্যমে। তো এটি এমন একটি রীতি যা সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছি যে, এর ফলে জামাতে উন্নতির পথ সুগম হয় আর জামাত যদি উন্নতি করে, মহানবী (সা.)এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারীর

সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে বিরোধীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকবে। এছাড়া আরও একটি কথা আমি বলতে চাই যে, অনেকে প্রশ্ন করে যে, **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন এবং আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিন** এই শব্দগুলো পৃথক পৃথক কেন। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়েছে। তো অভিধানের দৃষ্টিকোন থেকে আস-সালাত এর অর্থ হলো আত-তাযীম তো আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন এর এই নিরীখে অর্থ হবে হে আল্লাহ্ তুমি মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে তার নাম সমুন্নত করে তার পয়গাম বা বার্তাকে সাফল্য বিজয় দানের মাধ্যমে তার শরীয়তকে স্থায়ীত্ব দানের মাধ্যমে মাহাত্ব প্রদান কর। আর পরকালে তার উম্মতের পক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিদান বা সওয়াব বেশ কয়েক গুণ বর্ধিতরূপে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত কর।

আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আর এই দরুদের কল্যাণে আমরা যেখানে খোদার নৈকট্য লাভ করব সেখানে মহানবী (সা.) এর ভালবাসায় যেন স্থায়ীভাবে আমাদের উন্নতি হতে থাকে আর শরীয়তের প্রসার ও বিস্তারের কাজে আমরা নিজ সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারি। তিনি (সা.) এর শিক্ষা অনুসারে পৃথিবী থেকে ফিতনা এবং নৈরাজ্যের অবসানের ক্ষেত্রে যেন আমরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

খুতবা জুমআর শেষে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম দরবেশ মোকাররম মৌলভি আব্দুল কাদির দেহ্লোবী ও মরহুম মোকাররম বশির আহমদ হাফজাবাদীর স্ত্রী এর মহতরমা মুবারাকা বেগম সাহেবা সম্পর্কে উত্তম বর্ণনা করতে গিয়ে দুজনের গুণাবলীর প্রসংশার উল্লেখ করেন এবং জুমআর নামাজের পর হুজুর আনোয়ার দুজনের নামাজে জানাযা পড়ান।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (16-01-2015)
BOOK POST (PRINTED MATTER)
To ....
From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar Hazipur,Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B